

**চট্টগ্রাম পৌর এলাকার
প্রাথমিক শিক্ষাকে সময়সীমা-
মুক্ত করুন**

চট্টগ্রাম পৌর এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা এককালে বাধ্যতামূলক ছিল। পৌরসভার অধীনে থাকিতে চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার ঈর্ষার কারণ ছিল। বিশেষ করিয়া বাধ্যতামূলক হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি উৎসাহবান্ধক ছিল। ১৯৭৩ সাল হইতে সরকারীকরণ করার পর বিদ্যালয় বিভিন্নসমূহ যেন এতিম-এর ধরে পরিণত হইয়াছে। ১৯৭৩ সাল হইতে যেসবের কাজ হয় নাই বলিলেই চলে। ভিতরে শিক্ষকের অবস্থা আরও করুণ। প্রাথমিক শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রসঙ্গ, সমিতির নামে সুবিধাবাদীরা প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার আরো অবনতি ঘটাইয়াছে। বর্তমানে পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া নাই বলিলেই চলে। সময় থাকিতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে সফল নিশ্চিত করা যায়।

বর্তমানে চট্টগ্রাম পৌর এলাকায় কিছু শিক্ষক সমিতির নামে বিদ্যালয়সমূহে অনেক অপপ্রয়োজনীয় বই জোর করিয়া জর্য করিতে বাধ্য করিয়া থাকে। এই বই পাঠ্য করিয়া তাহার রিপুল পরিমাণ কমিশন লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। শুধু তাই নয় ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট হইতে অসম্ভব রকমের উচ্চহারে টি, সি, ফি, ভাতি ফি এবং বিভিন্ন পরীক্ষাতে টাঁদা নিয়া থাকেন। ফলে স্থানীয় বস্তি এলাকা এবং গরীব শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যাপারে খুবই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এই ধরনের বাস্তব অভিযোগ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কাছে অনেকবার পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন

তদন্ত বা কোন প্রকার সুরাহা হয় নাই। আমরা পৌর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সূচু পরিবেশ ফিরাইয়া আনার নিমিত্তে সময় নত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

আবদুল হক,
চর-চাঁড়াই, চট্টগ্রাম।